সংবাদ বিবৃতি

ছয় বছর আগে প্রকাশিত গণমাধ্যম প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে ৫৭ ধারায় করা মামলায় দীপ্ত টিভির এমডিসহ চারজনকে কারাগারে প্রেরণ গণমাধ্যমের জন্য হয়রানিমূলক ঃ হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি)

[১৯ জুলাই ২০২২] ছয় বছর আগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় করা মামলায় কাজী ফার্মস গ্রুপ ও বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল দীপ্ত টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) কাজী জাহেদুল হাসান, কাজী ফার্মস গ্রুপের পরিচালক কাজী জাহিন হাসান ও কাজী রাবেত হাসান এবং চিফ অপারেটিং অফিসার কাজী উরফী আহম্মদকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন চট্টগ্রামের সাইবার ট্রাইব্যুনাল। একই দিন বিকালে রিভিউ পিটিশনের শুনানি শেষে কাজী জাহেদুল হাসানের জামিন মঞ্জুর করে বাকি তিন জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনালের বিচারক। বাতিলকৃত ও বহুল বিতর্কিত একটি ধারার আওতায় এভাবে কারাগারে প্রেরণের ঘটনায় হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ (এইচআরএফবি) এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। একইসাথে ধারাবাহিকভাবে মানহানিসংক্রান্ত ফৌজদারি আইন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ব্যবহার মারাত্মকভাবে মত প্রকাশের অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন করছে বলে ফোরাম এর নিন্দা জানাচ্ছে।

গণমাধ্যমসূত্রে জানা যাচ্ছে, ২০১৬ সালের ১৬ ও ২২ মার্চ দীপ্ত টিভিতে তৎকালীন মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি ও তার ছেলে মুজিবর রহমানকে নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এতে তাদের সম্মানহানি হওয়ার অভিযোগ তুলে একই বছরের ৫ এপ্রিল তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় চট্টগ্রামের চকবাজার থানায় মামলা করা হয়। তবে যাদের নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তারা সরাসরি মামলা না করলেও, মামলাটি করেছেন তৎকালীন মন্ত্রী নুরুল ইসলামের মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান সানোয়ারা গ্রুপের ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম। গত জুনে উক্ত মামলায় ছয় সপ্তাহ জামিন পাওয়ার পর ১৭ জুলাই দুপুরে আদালতে আত্মসমর্পণ করে অভিযুক্তরা আবারো জামিনের আবেদন করেন। প্রথমে জামিন নামঞ্জুর করে চার অভিযুক্তকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত। একই দিন বিকালে রিভিউ পিটিশনের আবেদন করেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা। পরে শুনানি শেষে কাজী জাহেদুল হাসানের জামিন মঞ্জুর করে বাকি তিন জনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনালের বিচারক।

হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ মনে করে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের বহুল বিতর্কিত এ ধারা, যা ২০১৮ সালে বাতিল হয়েছে, এর অধীনে দায়েরকৃত মামলায় এভাবে এতোদিন পর কারাগারে প্রেরণ, প্রকৃতপক্ষে পুরো প্রক্রিয়াটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কি না এবং কিসের ভিত্তিতে তাদের স্বাধীনতা খর্ব করা হলো, সে বিষয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করে। একইসাথে, এমন ঘটনা গণমাধ্যমকে চাপে ফেলবে, তথ্য ও সংবাদ প্রকাশে আত্ম-নিয়ন্ত্রণারোপ বাড়াবে, এবং মানুষের ভীতি বাড়িয়ে দেবে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের বিচারিক পদক্ষেপ হয়রানির নামান্তর। এসব কারণে নাগরিক সংগঠন ও মানবাধিকারকর্মীরা দীর্ঘদিন দাবি জানিয়ে ৫৭ ধারা বিলোপে সহায়ক হয়েছে এবং বিদ্যমান ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংশোধনের দাবি জানিয়ে আসছে। এ ঘটনা আবারো প্রমাণ করলো, ৫৭ ধারা বা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যে কোন আইন বা ধারা স্বাধীন গণমাধ্যম, অবাধ তথ্য প্রকাশ, গণতন্ত্র, সুশাসন এবং মানবাধিকারের জন্য মোটেও উপযোগি নয়। ফোরাম মাননীয় আদালত ও সংশ্লিষ্টদের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে এ ধরনের সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারি প্রভাব বিবেচনায় রাখার আহবান জানাচ্ছে।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK)
2/16, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: +88-02-810 0192, 810 0195, 810 0197 | HRFB Email: hrfb.20@gmail.com | Website: https://hrf-bd.org/
Experts:
Dr. Hameeda Hossain, Sultana Kamal and Raja Devasish Roy
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Association for Land Reform and Development (ALRD), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mahila Parishad (BMP), FAIR, Kapaeeng Foundation, Karmojibi Nari (KN), Manusher Jonno Foundation (MJF), Nagorik Uddyog, Naripokkho, National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB), Women with Disabilities Development Foundation (WDDF).